26 JUL 2008

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন নিপীড়ন বন্ধ হোক

ব্রজেন্দ্র কুমার দাস

দুধ সর্বকালে সর্বদেশে সুপেয় পানীয়। বিশেষ করে মায়ের দুধের তো কোন তুলনাই হয় না! মায়ের বুকের দুধ সব সময়ই পূতপবিত্র। পৃথিবীর সব জীবই প্রথমে জীবন বাঁচিয়ে রাখে নিজ নিজ মায়ের দুধে। মানবশিশু কোন স্বাস্থ্যগত কারণে মাতৃদুগ্ধ হতে বঞ্চিত হলে গো-দুগ্ধের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করে। সেই সাদা ধবধবে পবিত্র দুধে যখন এক ফোঁটা চোনা (গোমূত্র) কোন কারণে নিক্ষিপ্ত হয় তখন সেই পূতপবিত্র-পুষ্টিকর দুধ পরিণত হয় জীবন ধ্বংসকারী মারাত্মক বিষে। তেমনি পৃথিবীর জীবনবৈচিত্র্য তথা প্রাণিকুলের অস্তিত্ব রক্ষায় যৌন কর্মকাণ্ড অপরিহার্য। তবে যৌবনতারও একটা নিয়মনীতি নৈতিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়। যৌনতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বার্ট্রান্ড রাসেল তার 'বিবাহ ও নৈতিকতা' গ্রন্থে বলেছেন– 'শিল্পগত দিক থেকে বিচার করলে বলা উচিত যে নারীরা সহজপ্রাপ্য হলে তাদের শৈল্পিক উৎকর্ষ কমে যায়। এবং হৃদয়ের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি লাভ না করলে জন্ম নেয় না মহান কবিতা। ... কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এই সত্যকে স্বীকার করতে হবে যে খাদ্য ও পানীয়ের আকাঙ্ক্ষার মতো যৌনতাও একটি স্বাভাবিক চাহিদা।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই প্রেম হলো অভিপ্রেত এবং দুর্লভ, এর অন্তরালে আছে এক স্বকীয় নৈতিকতা এবং ঐচ্ছিক আত্মনিবেদন যার অবর্তমানে প্রেম তার স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে পরিণত হয় আবেগশূন্য অনুভূতিতে।'

কিন্তু এ 'আবেগশূন্য অনুভূতি তো কখনও কাম্য হতে পারে না। যৌন বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাউকে তো সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অধিকার দেয়া যায় না। দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার অধিকারও তো কারও থাকতে পারে না। অথচ দেশবাসীকে আজ কি সব দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক খবরগুলো দেশের পত্রপত্রিকায় দেখতে হচ্ছে তা ভাবতেও কষ্ট হয়। কিন্তু এসব কুকর্ম যারা ঘটাচ্ছে তারা বীরদর্পে নিজেদের 'বিশ্বপ্রেমিক' ভাবতে খুবই গর্ববোধ করছে। দেশে কিছু কিছু শিক্ষকের অনৈতিক কর্মকাণ্ড আজ প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

খবরের শিরোনাম

এক.

'যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগে ঢাবি শিক্ষক কামাল উদ্দিনকে বরখাস্তের আল্টিমেটাম' (আমাদের সময় ১৩.৫.২০০৮)।

দুই

'শিক্ষকের অনৈতিক কর্মকাণ্ড

প্রতিবাদে কুলাউড়ার বাঘজুড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বর্জন'

(সিলেটের ডাক ২০.৭.২০০৮)

এছাড়াও রাবি ও জাবিতে এ জাতীয় লজ্জাজনক ঘটনা ইতোমধ্যেই ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করেছে হতাশার। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াবড় ডক্টরেট ডিগ্রিধারী শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌননিপীড়ন করার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার উদ্ভব হয় তখন লজ্জায়-ঘৃণায় মাথানত করে বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কি উপায়ই-বা আছে। আরও দুঃখজনক ঘটনা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ওইসব জ্ঞানপাপির বিচার না করে ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বলি, এদেশে ক'টি তদন্ত কমিটির তদন্ত আলোর মুখ দেখেছে? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কাদম্বিনীকে মরিয়া কি প্রমাণ করিতে হইবে সে মরে নাই?'

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের হয়তো-বা সামান্য দোষত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে আমরা কোন যুক্তিতে তর্ক করতে যাব? প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী নির্যাতনকারী শিক্ষক নামের কলঙ্ক শিক্ষক মিজানুর রহমান মাহফুজকে ক্লাসরুমে অবরুদ্ধ করে রাখে তারই ছাত্রছাত্রীরা। সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তফা মিয়া ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন কিন্তু 'যার বাড়ির মরা সে-ই খায় মাছে ভাতে'– অবস্থা দেখা যায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিধান চন্দ্র ভট্টাচার্যের। এতকিছুর পরও নাকি ভট্টাচার্য মহাশয়কে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধিক্ শত ধিক্ শিক্ষক নামের ওই সব কলঙ্কিত কুলাঙ্গারদের। ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে না বলেই ওরা বারবার এমন কুকর্ম ঘটাতে সাহস পাচ্ছে। ওদের শুধু চাকরিচ্যুতই নয়, যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে নির্যাতনের শিকার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকে না জানানো পর্যন্ত কিভাবে কোন যুক্তিতে তারা নিশ্চিন্ত হবেন? কোন বিশ্বাসে কোমলমতি নিষ্পাপ ছোটমণিদের তারা স্কুলে পাঠাবেন? এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো আমাদের জাতীয় ভাবমূর্তির প্রতীক। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান তো স্বর্ণাক্ষরে আমাদের ইতিহাসে লিখা রয়েছে। কিন্তু আজ কি ঘটে চলেছে ঢাবি-রাবি-জাবি এর মতো শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলোয়? তথাকথিত সম্মানিত শিক্ষক কর্তৃক যৌন নির্যাতন করা হচ্ছে তাদেরই প্রিয় ছাত্রীদের। এর চেয়ে লজ্জা-ঘৃণা আর অপমানের আর কি হতে পারে? এ সব দুঃখজনক ঘটনার ক'টির বিচার হয়েছে? শিক্ষকরা রয়েছেন রহস্যজনকভাবে নীরব, ছাত্রছাত্রীরা এ ধরনের অন্যায়-অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে করেছে প্রতিবাদ-আন্দোলন। অথচ এর দায়িত্ব ছিল শিক্ষকদেরই। ঢাবির শিক্ষক কামালউদ্দিনের কি হয়েছে দেশবাসী আজও কিছু জেনেছেন বলে আমার জানা নেই; কিন্তু যৌন নির্যাতনের শিকার ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড ক্ষোভের তা কি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বেমালুম ভুলে গেছেন? এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্য কি একটিবারও ন্যূনতম দুঃখ প্রকাশ করেছেন? শিক্ষক কর্তৃক যৌন হয়রানির শিকার ছাত্রীদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে টেনে নিয়ে পিতৃস্নেহে আদর করে একটিবারও কি সান্ত্বনার

> **যৌন বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কাউকে তো সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অধিকার দেয়া যায় না। দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার অধিকারও তো কারও থাকতে পারে না। অথচ দেশবাসীকে আজ কি সব দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক খবরগুলো দেশের পত্রপত্রিকায় দেখতে হচ্ছে তা ভাবতেও কষ্ট হয়।**